R. N. No. 2532/57 Phone : 66228 (Press), 67228 (Resi.)/STD 03483 Regd. No.—WB/MSD- 4

A Great News to all !
FINALLY WEB WORLD EDUCATION Introduces a six months certificate course for beginners & also tor professionals.
For Details Contact at
HAQUE PHARMACY
Raghunathganj, Garighat
Ph. (03483) 66295

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W. B)
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত **শরৎচন্দ্র পণ্ডিত** (দাদাঠাকুর)
প্রথম প্রকাশ ঃ ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ
ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং— ১২ / ১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল
কো-অপারেটিভ ব্যাংক
অনুমোদিত)
ফোন ঃ ৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ

৮৬শ বর্ষ
৪০শ সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ২৪শে ফাল্গুন, বুধবার, ১৪০৬ সাল।
৮ই মার্চ, ২০০০ সাল।
নগদ মূল্য : ১ টাকা
বার্ষিক ৪০ টাকা

সরকারের নয়া নীতির নাগপাশে রেশম খাদি সংস্থাগুলো শিল্পীদের বেকার করে বন্ধের মুখে

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ জঙ্গিপুর মহকুমার মির্জাপুর ও পিয়ারাপুর এলাকার পনের/কুড়িটি রেশম সংস্থা বিভিন্ন মানের সিল্ক কাপড় উৎপাদন করে আটশো থেকে হাজার শিল্পীর অন্ন সংস্থানের সুযোগ করে দিচ্ছে কয়েক দশক ধরে। পিয়ারাপুর এলাকা থেকেই বছরে সাড়ে চার থেকে পাঁচ কোটি টাকার কাপড় মহারাষ্ট্র, গুজরাট, হরিয়ানা, কেরল, উত্তর প্রদেশ ইত্যাদি রাজ্যে যায়। মির্জাপুর থেকেও এর থেকে বেশী যায় তো কম নয়। কিন্তু বর্তমানে সরকারের নিত্য নতুন আইনের বেড়াজালে জড়িয়ে এই সব সংস্থাগুলো দিনের দিন ধ্বংসের পথে এগিয়ে চলেছে। ১৯৯৮ সালে পুজোর আগে বিশেষ রিবেট সরকারী নিয়ম চালু করা হয়—পুরুষদের ক্ষেত্রে ৫00 এবং মহিলাদের ক্ষেত্রে ১000 টাকার ঊর্ধ্বে কেনাকাটা করলে বা এক মিটার কাপড়ের মূল্য ২00 টাকার বেশী হলে রিবেটের কোন সুযোগ পাওয়া যাবে না। যার ফলে দামী বস্ত্র সামগ্রীর বিক্রী ৭0% মার খায়। এবারও পুজোর আগে রিবেটের ক্ষেত্রে পুনরায় আর এক নিয়ম চালু করে এই শিল্পে সর্বনাশ ডেকে এনেছে। রাজ্য সরকারের অর্থনৈতিক সংকটের কারণ দেখিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার গুজরাট, মহারাষ্ট্র, উত্তর প্রদেশ, হরিয়ানা ইত্যাদি রাজ্যে পুজোর বিশেষ (শেষ পৃষ্ঠায়)

দীর্ঘ আড়াই বছর পর পিতৃ পরিচয় পেল জঙ্গিপুর মহকুমার এক শিশু

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ রঘুনাথগঞ্জ-১ ব্লকের রাণীনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের কাশিয়াবোনা গ্রামের এক দীন ভিখারিনী সম্মানী বেওয়াকে ঐ গ্রামের মস্তান বলে পরিচিত সেরাজুল সেখ গত ১৯৯৭ এর ১২ ডিসেম্বর ধর্ষণ করে। গ্রাম্য সালিশী ও সিরাজুলের বাবার প্রভাবে ঘটনাটি ধামাচাপা না পড়লে ১৯৯৮ এর ২৩ জানুয়ারী রঘুনাথগঞ্জ থানায় সিরাজুলের বিরুদ্ধে একটি কেস হয়। কেন নং ১৩/৯৮। সেই সময় অসহায় সম্মানীর পাশে এসে দাঁড়ান জঙ্গিপুরের আইনজীবী তথা মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের জেলা নেতৃ অনুরাধা মন্ডল। পরবর্তীতে সিরাজুল সেখকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। গত ২ মার্চ '৯৮ জঙ্গিপুর হাসপাতালে সিরাজুলের মেডিক্যাল টেষ্ট হয়। কিন্তু এতে কিছু প্রমাণ পাওয়া যায় না। সিরাজুল জামিন পায়। পড়ে গত ৭ ডিসেম্বর '৯৯ জঙ্গিপুরের জুডিসিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট ডি, এন, এ টেষ্টের নির্দেশ দেন। ৯ ডিসেম্বর সরকারীভাবে সম্মানীর দেড় বছরের পুত্র হুমায়ুন ও সিরাজুলের রক্ত সংগ্রহ করে কলকাতায় সেন্ট্রাল ফরেনসিক সায়েন্স ল্যাবরেটরীতে পাঠান হয়। এদিকে সিরাজুল সেখের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ না পেয়ে পুলিশ ৩১ ডিসেম্বর '৯৯ চার্জশীট দেয়। গত ১৭ ফেব্রুয়ারী, ২000 সেন্ট্রাল ফরেনসিক ল্যাবরেটরির এ্যাসিঃ কেমিক্যাল এ্যাগজামিনার ভি, কে, কাশ্যপ কোর্টকে রিপোর্ট দেন সিরাজুল ইসলাম হুমায়ুনের জন্মদাতা পিতা। সিরাজুল দোষী প্রমাণিত হয়ে যাওয়ায় পুলিশ এই পরিস্থিতিতে সিরাজুলের বিরুদ্ধে সাপলিমেন্টারী চার্জসীট এনেছে গত 8 মার্চ ২000।

লরির ধাক্কায় দুই শবযাত্রীর মৃত্যু

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ রঘুনাথগঞ্জ-১ ব্লকের বাড়ালা ও সন্ন্যাসীডাঙ্গার মাঝামাঝি ব্রীজের কাছে গত ২ মার্চ চলন্ত এক লরির ধাক্কায় দুই শবযাত্রীর মৃত্যু হয়। জানা যায় ঐ দিন দুপুরে মুরারই থানার গোয়ালমাল গ্রামের কয়েকজন গ্রামবাসী এক মৃতদেহ দাহ করার জন্য রঘুনাথগঞ্জ শ্মশানে নিয়ে আসছিলেন। ঐ সময় পিছন থেকে একটি লরি (WB 235880) এসে শবযাত্রীদের ধাক্কা মারে। শবযাত্রীদের একজন সমীর ঘোষ ঘটনাস্থলে মারা যান। অন্যজন খোকন দত্তকে আশংকাজনক অবস্থায় বহরমপুর নিয়ে গেলে সেখানে তাঁর মৃত্যু হয়। পুলিশ লরির চালককে রঘুনাথগঞ্জ থেকে গ্রেপ্তার করে ও লরিটি আটক করে।

এক লক্ষ চল্লিশ হাজার টাকার বিদেশী রেশম সুতো উদ্ধার

নিজস্ব সংবাদদাতা, রঘুনাথগঞ্জ ঃ গত ১৮ ফেব্রুয়ারী স্থানীয় কাষ্টমস তিনদফা অভিযান চালিয়ে এক লক্ষ চল্লিশ হাজার টাকা মূল্যের বিদেশী রেশম সুতো উদ্ধার করে। ঐ দিন সকাল আটটা নাগাদ মোরগ্রাম ওভার ব্রীজের উপর উত্তরবঙ্গ পরিবহনের জনৈক যাত্রী মুকুল সেখের কাছ থেকে, দ্বিতীয় দফায় সকাল ৮-৩0 নাগাদ নাকপুর চেকপোষ্টের মোড়ে ঝন্টু সেখের কাছ থেকে ও সবশেষে সকাল ৯-৩0 নাগাদ বীরভূমের লোহাপুর মোড়ে লালচাঁদ সেখের কাছ থেকে মোট ৯৭ কেজি বিদেশী রেশম সুতো আটক করে। যার বর্তমান বাজারদর এক লক্ষ চল্লিশ হাজার টাকা।

বাজার খুঁজে ভালো চায়ের নাগাল পাওয়া ভার, শুনুন মশাই, এই কথা বাক্য পারাবার
দার্জিলিঙের চূড়ায় ওঠার সাধ্য আছে কার? মনমাতানো দারুণ চায়ের ভাঁড়ার চা ভাণ্ডার।
সবার প্রিয় চা ভাণ্ডার, সদরঘাট, রঘুনাথগঞ্জ।
ফোন : আর পি পি ৬৬২০৫

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

২৪শে ফাল্গুন বুধবার, ১৪০৬ সাল।

॥ কেন্দ্রীয় বাজেট ॥

২০০০—২০০১ সালের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের সাধারণ বাজেট প্রকাশিত হইয়াছে। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী এই বাজেটে কোন উদ্দীপনা সৃষ্টির অবকাশ রাখেন নাই। আপাতদৃষ্টিতে ইহা সাদামাটাভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। সাধারণ মানুষ এই বাজেটকে বোঝাস্বরূপ মনে করবেন—এমন কোন ইঙ্গিত দেওয়া হয় নাই। আয়কর কিংবা পরোক্ষ কর কোনটিই চিন্তার কারণ হয় নাই। কিন্তু বাস্তব অবস্থা কি তেমন হইবে?

উল্লেখিত বাজেটে গ্রামীণ উন্নয়ন ও প্রতিরক্ষা প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। অর্থমন্ত্রী গ্রামাঞ্চলের পথঘাট, আবাসন, পানীয় জল এবং শিক্ষার উপর গুরুত্ব দিয়াছেন। 'প্রধানমন্ত্রী গ্রামোদয় যোজনা' বলিয়া একটি প্রকল্প চালু হইবে বলিয়া জানা যায়। ইহাতে পাঁচ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করা হইবে। পানীয় জলের জন্য এবং আবাসনের জন্য যথাক্রমে ২১০০ কোটি এবং ১৭০১ কোটি টাকা ধরা হইয়াছে। প্রাথমিক শিক্ষা ও প্রথা বহির্ভূত শিক্ষার ব্যাপারে অর্থ বরাদ্দ করা হইয়াছে। প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রে অর্থমন্ত্রী খুবই জোর দিয়াছেন। ইহার জন্য পূর্বাপেক্ষা ১৩ হাজার কোটি টাকা ব্যয় বাড়ান হইয়াছে বলিয়া জানা যায়। প্রতিরক্ষা খাতে ব্যয় হইবে মোট ৫৫,৫৮৪ কোটি টাকা। কারগিল যুদ্ধের পর কেন্দ্রীয় সরকারকে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে জোরালো করিয়া তুলিতে হইতেছে। লোকসানজনক এবং অচল শিল্প বন্ধ করা ও কিছু শিল্প (বস্ত্র ও চর্ম শিল্প) আধুনিক করা হইবে বলা হইয়াছে। কেন্দ্রীয় যোজনাতে এবং যোজনা বহির্ভূত খাতে ব্যয় বাড়িবে যথাক্রমে ১৩,৮১৩ কোটি এবং ১৭,৪৬১ কোটি টাকা। অর্থমন্ত্রী ঘোষণা করিয়াছেন যে, ভারতভিত্তিক অনেক কোম্পানীকে বহুজাতিক কোম্পানীতে পরিণত করা হইবে। লোকসানজনক পাবলিক সেক্টর কোম্পানীগুলি হইতে সরকার অনেকটা সরিয়া আসিবে। লক্ষাধিক কোটি টাকা ঘাটতির বোঝা লইয়া কেন্দ্রীয় সরকারকে আগামী আর্থিক বৎসরে চলিতে হইবে।

বাজেটের ফলে যে সব জিনিসের দর বৃদ্ধি পাইবে, তাহা সাধারণ মানুষকে প্রভাবিত করিবে না বলা হইলেও বাস্তব অবস্থা তাহা নহে। রেশনে চাল, গম ও চিনির এক দর থাকিবে না; ক্রেতাদের আর্থিক সংস্থান হিসাবে তাহা নির্ধারিত হইবে। আর তাহা স্থির করা সহজ ব্যাপার নহে বলিয়া মনে হইতেছে। কারণ রেলের মান্থলি টিকিট ১৫ টাকা করার পর সে সুবিধা কাহারা ভোগ করিতেছেন, তাহা প্রকাশ পাইতেছে। কেন্দ্রীয় সরকার ভরতুকির বিষয় হইতে সাবধান হইতেছেন। তাই পেট্রোপণ্য রান্নার গ্যাস, কেরোসিন ও ডিজেলের দাম বাড়িয়া গেল। কেরোসিন ও ডিজেলের দরবৃদ্ধি নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস-পত্রের দাম বাড়াইবে। ইউরিয়া সারের মূল্যবৃদ্ধিতে খাদ্যশস্য বর্দ্ধিত দরে বিক্রয় হইবে। রাজ্য বাজেটে কেন্দ্রীয় বাজেটের প্রভাব পড়িবেই।

কেন্দ্রীয় বাজেট এবং রাজ্য বাজেট মানুষকে কতখানি স্বস্তি দিবে, তাহা আসন্ন আর্থিক বৎসরে বুঝা যাইবে।

বালিয়ার বিষ্ণুর অনন্ত শয্যা মেলা

মনোমোহন মুখোপাধ্যায়

ব্লক সাগরদীঘি বালিয়া গ্রামে এর শুরুটা যে কোথায়, কবে, সঠিক সন—তারিখ বলতে পারেন, তেমন প্রাচীন আর কেউ নেই। হয়ত আছেন, আমি খোঁজ পাইনি। তবে প্রবর্তক যে গ্রামেরই জঙ্গলীনাথ দাস, তিনিই যে প্রথম 'বিষ্ণুর অনন্ত শয্যা'র মূর্তি গড়ে পৌষ সংক্রান্তি তিথিতে শীতের সেকালের স্রোত-হারা গঙ্গার বালিয়াড়িতে পূজা দিয়ে আকর্ষণ করেছিলেন নদীর এপার-ওপারের ভক্তি-ব্যাকুল আম-জনতাকে, সে কথা বলার মত দু'-একজন এখনও আছেন। আর জঙ্গলীনাথের পরবর্তীকালে যিনি সেবাইত হলেন, বালিয়ার শ্মশানঘাটের বিখ্যাত সেই সাধুবাবার কথা দু' হাত কপালে ঠেকিয়ে বলার মত ঢের মানুষ আপনি অনায়াসেই পেয়ে যাবেন। একদিন সাধুবাবার পঞ্চত্ব-প্রাপ্তি ঘটলে, লক্ষ্মীনারায়ণের সেবার ভার নিলেন বালিয়ারই দোলগোবিন্দ বাগচী-মশায়। ততদিনে গঙ্গার বুকে পৌষ-সংক্রান্তি উপলক্ষে 'বিষ্ণুর অনন্তশয্যা মেলা' এতদ্‌অঞ্চলের প্রায় পাঁচ-দশখানা গ্রামের ধর্ম নির্বিশেষে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার সম্বৎসরের সেরা আকর্ষণের মর্যাদা পেয়ে গ্যাছে। ..... বেশ ছিল। সত্তরের গোড়াতে চালু হোল ফরাক্কা ব্যারেজ। ফিডার ক্যানেলের জলধারায় শীতকালেও যে এবার গঙ্গা বহতা হোল! দেবতার পূজা তো গ্রামের মন্দিরে হতে পারে কিন্তু কোথায় বসবে মেলার আসর? সদ্য-প্রতিষ্ঠিত বালিয়া হাই স্কুলই তখন গ্রামের সবচেয়ে মূল্যবান প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠানটির সমৃদ্ধিকল্পে বাগচীমশায় মেলাটি দান করলেন হাই স্কুলকে। সেই থেকে মেলার আসর বসছে হাই স্কুল প্রাঙ্গণেই।

এবারেও বসেছিল তার নিজস্ব স্বভাবে। অর্থাৎ মেলা পরিচালনায় স্কুল কর্তৃপক্ষের পাশে গ্রামেরই জনসাধারণ। সপ্তাহব্যাপী তরঙ্গায়িত লৌকিক জীবনপ্রবাহ যখন নাগরদোলা, পুতুলনাচ, ম্যাজিক-শোর ঘাটগুলো পেরিয়ে মিশে যায় চাদর-মুড়ি দেওয়া মাঘ-নিশির পঞ্চরস পালার উচ্ছ্বলিত মোহনায়, কিশোরী-বধূর সদ্য-কেশ চুড়ি ভরা হাত যখন খুশীতে ঝিলিক দিয়ে ওঠে, কড়াই কড়াই ভরা কিলো-হাফকিলো সাইজের রাজভোগ দেখে হতবাক আমাকে যখন এক প্রাজ্ঞ বলে ওঠেন, 'এতো মিষ্টিরই মেলা মশায়,' অথবা চলকে পড়া আনন্দ সুধায় টৈ-টম্বুর রসিকজন শিশির ভেজা ঘাসে সাঁঝকে রাত্তিরের পানে গড়িয়ে নিতে নিতে কুলকুলে হাসি ভরা মুখে জানিয়ে দেয়, 'এখানে বেলাল্লাপনার কোন ঠাঁই নেই মাষ্টার'—তখন উন্নাসিক চোখে দেখা সাদা মাটা এই মিলন মেলায় দাঁড়িয়ে আপনিও কি বলবেন না—দারিদ্র, অপুষ্টি-অশিক্ষা-কুসংস্কার-দলাদলিতে জীর্ণ গ্রাম্য জীবনে অন্ততঃ এটুকু থাক—বেঁচে থাক লোকায়ত জীবন।

গণনাট্য শাখার ভাষা দিবস পালন

জঙ্গিপুর: 'ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারী' দিনটি এবার সারা পৃথিবীতে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসাবে পালিত হল। এই দিনটিকে গণনাট্য সংঘ জঙ্গিপুর শাখার শিল্পীরা বুদ্ধিজীবী-শিক্ষক-ছাত্র-শিল্পী-সরকারী কর্মচারী-সাধারণ মানুষ সকলকে নিয়ে পালন করলেন। অনুষ্ঠানে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের অন্যতম নেতা ও পুরপতি মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য পতাকা উত্তোলনের পর দিনটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন। গণনাট্য সঙ্ঘের মানিক চট্টোপাধ্যায়ের 'ও মোর বাংলারে—বাংলা ভাষারে'—গানটি দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয়। ভাষা আন্দোলনের এই দিবসটিকে কেন্দ্র করে এক পথ মিছিলে বক্তব্য রাখেন শাখার সম্পাদক সমর বারিক, সাংস্কৃতিক কর্মী কেতকীকুমার পাল। মনীষা ধর এবং মঞ্জুষা ধরের আবৃত্তি পথ চলতি মানুষকে আনন্দ দেয়।

শ্রী মুদ্রণীর নতুন পদক্ষেপ
শ্রীবন্ধু পলি প্রিন্ট
এখানে যাবতীয় বিড়ি, চানাচুর, গুল, পঁড়িরুটি মশলা প্রভৃতির পলি লেবেল ও প্যাকেট গ্রাভিয়ার মেসিনে ছাপানো হয়
পোঃ জঙ্গীপুর (মহাবীর তলা)
জেলা মুর্শিদাবাদ
ফোন - ৬৪৬৪৭, এসটিডি - ০৩৪৮৩

একাকী গায়কের....

হরিলাল দাস

এখন থেকে প্রায় ছেচল্লিশ বছর আগের কথা। বহরমপুর কলেজে ছাত্রসংসদের এক অনুষ্ঠানে গান গেয়ে সবাইকে পুলকিত করেছিলেন এক সুদর্শন তরুণ। কিছুদিন পর কলেজ ছাত্রদের আর এক অনুষ্ঠানে গাইতে বললাম। তিনি সুভদ্র বিনয়ে জানালেন—গান গাইতে ওস্তাদজির বারণ আছে। শুনে অবাক। এমন কন্ঠের গান বারণ! কে এই ওস্তাদজি; কেন এই গুরুতর নিষেধ?

জানলাম, ওস্তাদি কাদের বক্স, শর্ত সাপেক্ষে গান শেখান। দু'টি শর্ত। এক, রেডিওতে গান শোনা চলবে না; দুই ফাংশনে গান গাওয়া চলবে না। নাড়া বাঁধার সময় গুরু আরোপিত এই শিক্ষানবিশি শর্ত শিষ্যকে মেনে চলতে হবে।

তখন রেডিওতে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের দীর্ঘস্থায়ি প্রোগ্রাম থাকত। ভারত বিখ্যাত সব ওস্তাদ-পন্ডিত-শিল্পীরা ষ্টুডিওতে বসে গাইতেন। সেই সব হৃদয়হরণ গান শোনা বারণ! কারণ? শিক্ষার্থিরা বিভিন্ন ঘরাণার ভাল গান শুনে তা অন্ধ অনুকরণ করতে যাবেন, তাতে অনুশীলনের ক্ষতি হবে। অনুকরণ নয়, স্বকীয়তা—চাই গায়ক-গায়িকার নিজস্ব গায়কী; শ্রদ্ধেয় গুরুর মান্য ঘরাণা। গান শিখতে এই নিষ্ঠুর নিষ্ঠা দাবি করতেন ওস্তাদ কাদের বক্স।

ফাংশনে গাইতে মানা। উদ্দেশ্য—অল্প শিখেই যদি শ্রোতা-জনতার হাততালি বা উদ্যোক্তাদের প্রচার পুরস্কার জুটে যায় তা হলে মাথা বিগড়ে যেতে পারে, সাধনায় ব্যাঘাত হতে পারে। তাই সংযমশাসন। ওস্তাদজির সেদিনের নবীন শিষ্য সঙ্গীত জগতে সুপ্রতিষ্ঠিত সঙ্গীত ব্যক্তিত্ব লালতেকুড়ি গ্রামের অরুণ ভাদুরি।

বর্তমানে অনেক গানের স্কুল চলছে। ছাত্রছাত্রী অনেক, সঙ্গীত চর্চাও বাড়ছে। ভাল। কিন্তু সে দিনের সেই একান্তিক তন্মিষ্ঠ সাধনা এখন কি আর চলে? শ্রোতারাই বা কী চান? "গাহিবে একজন খুলিয়া গলা, আরেকজন গাবে মনে"?

গ্রামীণ ও দরিদ্র মহিলা সচেতনতা প্রশিক্ষণ শিবির

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ গত ২৫—২৯ ফেব্রুয়ারী শ্রীকান্তবাটী হাই-স্কুলে মুর্শিদাবাদ ডিপ্রেসড ক্লাসেস লীগের উদ্যোগে এলাকার গ্রামীণ ও দরিদ্র মহিলাদের সচেতনতা প্রশিক্ষণ শিবির ২৫ জন মহিলাকে নিয়ে হয়ে গেল। সমাজের বিভিন্ন স্তরে মহিলাদের ভূমিকা, বাধা-বিপত্তি, আইনি সহযোগিতা প্রভৃতি নিয়ে বক্তব্য রাখেন লীগের সাধারণ সম্পাদক অশোক দাস, কাশীনাথ ভকত, কেতকী পাল, বিধায়ক মহঃ সোহরাব, পি কে ব্যানার্জী, শৈলেন্দ্রনাথ রায়, কিশোর রায় চৌধুরী, অধ্যক্ষ আবু এল শোকরানা মন্ডল, সিডিপিও রঘুনাথগঞ্জ-১ স্বর্ণেন্দু মন্ডল, পৌরপিতা মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য প্রমুখ। পঃ বঃ সমাজ কল্যাণ উপদেষ্টা পর্ষদের ও কেন্দ্রীয় সমাজ কল্যাণ পর্ষদের আর্থিক সহযোগিতায় এই সচেতনতা শিবির অনুষ্ঠিত হয়।

গ্রামীণ সাহিত্য সভা

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ সাগরদীঘির দোহাইল গ্রামে গত ১১ ফেব্রুয়ারী এক সাহিত্য সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় উপস্থিত থেকে সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করেন লক্ষ্মীনারায়ণ দত্ত, সাংবাদিক চন্দ্রমোহন সিংহ ও সুর শিল্পী দীলিপ রায় চৌধুরী প্রমুখ। সভাপতিত্ব করেন হৃদয়রঞ্জন কাব্যতীর্থ সাহিত্য ভারতী। ঐ সভায় রঞ্জিত রচনা সম্ভার নামে একটি পুস্তক প্রকাশিত হয়।

হরিহরপাড়া গণহত্যার তদন্ত বন্ধ করায় প্রতিবাদে নামলো এ পি ডি আর

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ গত '৯২ সালের ২ নভেম্বর জেলার হরিহরপাড়ায় ধারাবাহিক সমাজবিরোধী দৌরাত্ম্য ও পুলিশি নিষ্ক্রিয়তার প্রতিবাদে শান্তিপূর্ণ আইন অমান্যকারীদের উপর পুলিশ ও ই এফ আর-এর গুলি চালনায় ৭ জন নিহত ও ৩ জন পঙ্গু হয়ে যান। এ ব্যাপারে রাজ্য সরকার অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি হরিদাস দাসের পরিচালনায় একটি বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশন গঠন করেন। কমিশনের কাজ অনুযায়ী এ পর্যন্ত ৮৯ জন সাক্ষীর সাক্ষ্যও নেওয়া হয়েছে। বর্তমানে বিচারপতির রায়দানের সময়েই গত ৩১ ডিসেম্বর '৯৯ রাজ্য স্বরাষ্ট্র সচিব কমিশনকে কাজ বন্ধের নির্দেশ দেন। এই নির্দেশের বিরুদ্ধে এ পি ডি আর, মুর্শিদাবাদ জেলা কমিটি প্রতিবাদে নেমেছে। তাদের মতে তদন্ত কমিশনের রায় পুলিশ ও সরকারের বিরুদ্ধে যাবে বুঝতে পেরেই সরকার মাঝপথে তদন্তের কাজ বন্ধের নির্দেশ দিলেন।

বিদ্যাসাগর-রবীন্দ্রনাথ স্মরণ অনুষ্ঠান

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ মুর্শিদাবাদ জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের পৃষ্ঠপোষকতায়, পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যালয় পরিদর্শক সমিতি ও অন্যান্য শিক্ষক সংগঠনগুলির উদ্যোগে এবং জঙ্গিপুর পৌর এলাকার প্রাথমিক বিদ্যালয় সমূহের ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষকবৃন্দের অংশগ্রহণ ও সহযোগিতায় গত ৪ মার্চ জঙ্গিপুর পৌর কর্মচারী সমিতির কার্য্যালয় ভবনে এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠান হয়ে গেল। এই অনুষ্ঠানে সফল প্রতিযোগীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন সুতী ১নং চক্রের অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক (প্রাথমিক) সৌমেন ব্যানার্জী, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্ হরিলাল দাস ও সমর ঘোষ। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁকে সাহায্য করেন শিক্ষক উদয়ণ রায়, অজিত সেন, রণেন দাস ও সুভাষচন্দ্র সাহা। সফল প্রতিযোগী ছাড়াও অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী প্রতিযোগীদের পুরস্কৃত করা হয়।

মোরাম রাস্তার ধার থেকে মৃতদেহ উদ্ধার

সাগরদীঘি ঃ ষ্টেশন থেকে মনিগ্রাম আসার পথে মোরাম রাস্তার ধারে গত ১৯ ফেব্রুয়ারী এক অচেনা লোকের মৃতদেহ গ্রামবাসীরা উদ্ধার করে। মৃতদেহটি রঘুনাথগঞ্জের জনৈক পান বিক্রেতার বলে অনেকে জানায়। পুলিশ খবর পেয়ে ঐ দিন সন্ধ্যায় মৃতদেহটি পোষ্টমর্টেমের জন্য নিয়ে যায় বলে খবর।

জমি বিক্রী

গোপালনগর (মিঞাপুর) ইটভাটার পাশে সদর রাস্তার কাছে প্লট করে জমি এবং ভুরকুন্ডার মাঠে জমিসহ দীঘি বিক্রী হবে।

যোগাযোগের ঠিকানা—
ধ্রুব মুখার্জী, ট্যাক্স কনসালটেন্ট
রঘুনাথগঞ্জ ফাঁসিতলা

বহরমপুর কল্পনা সিনেমার সন্নিকটে দু'খানি দোকান ঘর বিক্রয় অথবা ভাড়া দেওয়া হবে। পরিমাপ ৮´ × ১৫´ উচ্চতা ১৫½´

যোগাযোগের ঠিকানা—
শ্রীমতী সঞ্চিতা সিংহ রায়
২৩, ডাঃ এস, এন, ভট্টাচার্য্য রোড
কাদাই—বহরমপুর ফোন নং ০৩৪৮২—৫৪৯৩৭

বংশবাটী হাই স্কুলে কংগ্রেস ও সিপিএম সমান সমান

নিজস্ব সংবাদদাতা : অভিভাবক প্রতিনিধি নির্বাচনে গত ২৭ ফেব্রুয়ারী সুতী-১ ব্লকের বংশবাটী হাই স্কুল কংগ্রেস ও সিপিএম উভয়েই দু'টি করে আসন পেল। দু'দলের চারজন করে মোট আটজন নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন।

শিল্পীদের বেকার করে বন্ধের মুখে (১ম পৃষ্ঠার পর)

রিবেট বন্ধ করে দিয়েছেন। এছাড়া বিদেশ থেকে রেশম সুতো আমদানি চলেও ভারত থেকে সিল্ক বা ঐ জাতীয় বস্ত্র বিদেশে পাঠানো সম্পূর্ণ বন্ধ করে দিয়েছে এই বৎসর। যার ফলে মুর্শিদাবাদের ভরতপুর, টেঁয়া, চক ইসলামপুর, বেলডাঙ্গায় উৎপাদিত স্পান খাদি বস্ত্র কেনাবেচা প্রায় ৬০% মার খেয়েছে। মালের চাহিদা না থাকায় শিল্পীদেরও কাজ বন্ধ হয়ে গেছে। একইভাবে রিল্ড সিল্ক বস্ত্র উৎপাদন কেন্দ্র নগর, মির্জাপুর, পিয়ারাপুর ইত্যাদি এলাকার ৫০% উৎপাদক মার খাওয়ায় শিল্পীরাও স্বাভাবিকভাবে বেকার হয়ে গেছেন। এই প্রসঙ্গে পিয়ারাপুরের এক সংস্থার প্রতিনিধি আমাদের জানান গত এপ্রিলে পাঠানো মালের টাকার জন্য বিভিন্ন রাজ্যে ব্যবসায়ীদের ফোনে বার বার যোগাযোগ করে সংস্থাগুলো হতাশ হচ্ছে। মাসের পর মাস সময় নিয়ে শেষে টাকার পরিবর্তে বাজার মন্দা জানিয়ে লক্ষ লক্ষ টাকার মাল ফেরত পাঠিয়ে দিচ্ছে বিভিন্ন রাজ্যের ব্যবসায়ীরা। এর ফলে চরম অর্থ সংকটের মুখে পড়ে গেছে রেশম খাদি সংস্থাগুলো। অনেকে বিভিন্ন প্রাইভেট সংস্থা থেকে লোনে টাকা নিয়ে কিছু কিছু মাল উৎপাদন করে সমিতির অস্তিত্ব কোন রকমে টিকিয়ে রেখেছে। যার ফলে বর্তমানে পিয়ারাপুর এলাকার ৩৫০ থেকে ৪০০ এবং মির্জাপুরের ৬০০/৭০০ রেশম শিল্পী রিক্সাভ্যান চালিয়ে, মুটেগিরি করে আনাজপাতি বিক্রী করে, কাগজের ঠোঙা তৈরী করে অর্দ্ধাহারে অনাহারে বাঁচার জন্যই বেঁচে আছেন।

বাঙ্গাবাড়ী উচ্চ বিদ্যালয়ের সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব

নিজস্ব সংবাদদাতা : গত ১৪ ফেব্রুয়ারী সুতী-১ ব্লকের বাঙ্গাবাড়ী উচ্চ বিদ্যালয়ের সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব সমারোহের সঙ্গে উদযাপিত হ'ল। বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক আসরাফউদ্দিন বিশ্বাস জানান, উৎসবে প্রাক্তন ছাত্রদের পুনর্মিলন, পুরস্কার বিতরণ, বিভিন্ন আলোচনা চক্র এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে উৎসব প্রাঙ্গণ মুখরিত ছিল। বিশিষ্টদের মধ্যে সাংসদ হাসনাত খান, সুতী-১ পঃ সমিতির সভাপতি অসিত দাস, জেলা স্কুল পরিদর্শক (মাঃ) অলক সরকার, বিদ্যালয়ের প্রাক্তন কৃতি ছাত্র ডাঃ আশামুদ্দিন বিশ্বাস, শিক্ষাবিদ অরুণ ব্যানার্জী, বিধায়ক মহঃ সোহরাব, জঙ্গিপুরের পুরপতি মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য জঙ্গিপুর কলেজের অধ্যক্ষ আবু এল শোকরানা মণ্ডল প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

সকলকে অভিনন্দন জানাই—

রঘুনাথগঞ্জ ব্লক নং-১

রেশম শিল্পী সমবায় সমিতি লিঃ

(হ্যাণ্ডলুম ডেভেলপমেণ্ট সেন্টার)

রেজিঃ নং—২০ ✶ তারিখ—২১-২-৮০

গ্রাম মির্জাপুর ।। পোঃ গনকর ।। জেলা মুর্শিদাবাদ

ফোন নং—৬২০২৭

ঐতিহ্যমণ্ডিত সিল্ক, গরদ, কোরিয়াল জামদানী জাকার্ড, সার্টিং থান ও কাঁথাষ্টিচ শাড়ী, প্রিণ্ট শাড়ী সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়।

বিশেষ সরকারী ছাড় ১০%

✪ সততাই আমাদের মূলধন ✪

জয়ন্ত বাঘিড়া সভাপতি | ধনঞ্জয় কাদিয়া ম্যানেজার | অচিন্ত্য মনিয়া সম্পাদক

আর কোথাও না গিয়ে আমাদের এখানে অফুরন্ত সমস্ত রকম সিল্ক শাড়ী, কাঁথা ষ্টিচ করার জন্য তসর থান, কোরিয়াল, জামদানী জোড়, পাঞ্জাবীর কাপড়, মুর্শিদাবাদ পিওর সিল্কের প্রিণ্টেড শাড়ীর নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।

উচ্চ মান ও ন্যায্য মূল্যের জন্য পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

বাঘিড়া ননী এণ্ড সন্স

মির্জাপুর ।। গনকর

ফোন নং : গনকর ৬২০২৯

আপনাদের সেবায় দীর্ঘদিন যাবৎ নিয়োজিত—

✚ অন্নপূর্ণা হোমিও ক্লিনিক ✚

ফুলতলা ★ রঘুনাথগঞ্জ ★ মুর্শিদাবাদ

(সবজী বাজারের বিপরীত দিকে)

প্রোঃ প্রখ্যাত হোমিও চিকিৎসক ডাঃ গোপন সাহা

ডি. এম. এস (কলি), পি. ই. টি (ডাব্লু, টি), এফ. ডাব্লু. টি (আই. আর. সি. এস) (স্ত্রী ও শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ)

এখানে বিদেশী ঔষধ ও অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি দ্বারা সুচিকিৎসার ব্যবস্থা আছে। পেটের আলসার, কিডনির পাথর, বন্ধ্যা, কানের পুঁজ, পোলিও এবং প্যারালিসিস রোগের চিকিৎসা গ্যারান্টি সহকারে করা হয়।

হ্যাপকো এবং জার্মানীর হোমিও ঔষধ, সার্জিক্যাল, ডেন্টাল ও সর্বপ্রকার ডাক্তারী ইনষ্ট্রুমেন্ট ও পার্টস, মেডিক্যাল পুস্তক, ডাক্তারী লেদার ব্যাগ, টিঞ্চার ও কেমিক্যাল গ্রুপের ঔষধ, ফার্স্ট এড বক্স-এর সকলপ্রকার ঔষধ পাওয়া যায়।

বিঃ দ্রঃ—হারনিয়াল বেল্ট, এল, এস, বেল্ট, সারভাইক্যাল কলার 'কানের ভলুম কনট্রোল মেসিন ইত্যাদিও পাওয়া যায়।

দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ), পিন-৭৪২২২৫ হইতে সত্বাধিকারী অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।